age'. তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে খণ্ড করে প্রকাশিত হয়েছিল। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম ভাগ ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। ১৮৬৪ সালে প্রথম সংস্করণের দুইভাগ হুতোম একত্রে প্রচারিত হয়েছিল। ১৮৬১-৬২ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র কার্য সমাপ্ত হয়। সুতরাং বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' অনুসরণ করি। ১৮৬২ সালে শেষের দিকে হুতোম প্যাঁচার নকশার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ নাম ব্যবহার করা হয়নি। শুধু তাই নয় হুতোমের কোনো সংস্করণে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম নেই। প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে লেখা ছিল— 'হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা।' চড়ক। প্রথম খণ্ড।

..... রাম প্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। মূল্য পয়শায় দুখানা। পুস্তিকার ভূমিকায় দেখা যায়—

বিজ্ঞাপন। হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝতে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয়ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।"

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের শেষার্দ্ধে—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা প্রথম ভাগ (পৃ ৬+১৭৬) প্রকাশিত

হয়েছে। সেখানে দেখা যায়— 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (প্রবন্ধ কল্পনা) প্রথম ভাগ।... কালিকাতা রাম প্রেস্ বসু কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া—১৭৮৪। প্রথম খণ্ডের প্রকাশক ছিলেন শ্রী তালা হূল ব্ল্যাক ইয়ার। উৎসর্গ করা হয়েছিল শ্রীমান শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্ম্মাকে। এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা কে? প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মিলিয়ে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ২৮। প্রথমভাগের প্রবন্ধগুলি হল চড়ক (কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ), কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, হুজুক, ছেলেধরা, প্রতাপচাঁদ মহাপুরুষ, লালা রাজাদের বাড়ির দাঙ্গা, কৃশ্চানি হুজুক, মিউটিনি, মরাফেরা, আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা, নানা সাহেব, সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া, লক্ষ্ণৌয়ের বাদসা, শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে, ছুঁচোর ছেলে বুঁচো, জন্ডিস্ ওয়েলস্, টেকচাঁদের পিসী, পান্দ্রি লং ও নীলদর্পন, রামপ্রসাদ রায়, রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুজুরুকি হোসেন খাঁ, ভূত নাবানো নাককাটা বঙ্ক, বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার, মাহেশের স্নানযাত্রা। হুতোমের দ্বিতীয় ভাগে আছে রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে। সব মিলিয়ে—৩২টি নক্‌শা। এই ৩২টি নক্‌শা বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে লেখকের আসল নাম ব্যবহার করা হয়নি। হুতোম যে কালীপ্রসন্ন সিংহ এ বিষয়ে সকল গবেষক একমত। হুল ব্ল্যাক ইয়ারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুলুকচাঁদ শর্ম্মা বলতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। তবে কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যুর (১৮৭০) পঁচিশ বছর পরে নক্‌শার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ সংস্করণে শ্রী তালা হুল ব্ল্যাক ইয়ারের নাম প্রকাশক হিসেবে থাকলেও আখ্যাপত্রে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মুদ্রিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার লেখক কি না এই নিয়ে মতান্তর দেখা দেয়। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন হুতোমের লেখক কালীপ্রসন্ন নন অন্য কেউ। সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সম্পাদনা অরুণ নাগ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন— 'কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন যে নক্‌শার লেখক নন, তা বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ নেই, নক্‌শা জাতীয় বেঠকী রচনায় অন্তরঙ্গ দুএকজনের সামান্য সংযোজন থাকতেই পারে, সেজন্য মূল লেখকের কৃতিত্ব নস্যাৎ করা যায় না। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত) মনে করেন হুতোম প্যাঁচার নকশার লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ছাড়া অন্য কেউ নয়।

'হুতোম প্যাচার নক্‌শা' রচনার উদ্দেশ্য কি ছিল? তা জানার জন্য আমাদের গ্রন্থের ভূমিকা অংশ অনুধাবন করতে হবে। ঊনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন কলঙ্কমুক্ত ছিল না। কলকাতায় বিদেশী ও দেশি সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বাবু কালচার। যে কালচারের দুটি খারাপ দিক হল মদ্যপান ও যৌনতা। বাবুদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সমাজে কানাকানি চলত এবং এক সম্প্রদায়ের কাছে তা ছিল মজার খোরাক। বাংলা সাহিত্যের প্রহসন নাটকগুলিতে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে। তেমনি রয়েছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের নক্‌শা জাতীয় রচনায়। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের আগমন রামমোহন পরবর্তী, বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ও বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তীকালে। তিনি

গ্রন্থের ভূমিকায় (১ম ভাগ) মুলুক চাঁদ শর্মার উল্লেখ করেছেন। এই মুলুকচাঁদ শর্মা সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা লিখতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখনকার কলকাতায় প্রচলিত বাবু কালচারের অনুগামী ছিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি জীবনপাত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজ সংস্কারক। বিধবা বিবাহ প্রচলন করে সমাজে বিধবা মহিলাদের সামাজিক নিপীড়ন ও বিশেষত যৌন অত্যাচার বন্ধ করা ছিল বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায়, তা একটি মানবিক আন্দোলন। আবার অন্যদিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কলকাতার বেশ্যালয় তুলে দেবার জন্য বিদ্বোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সই সংগ্রহ করেছিলেন যদিও সে প্রয়াস সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ও পরোপকার দাতব্য কর্ম তাঁকে দয়ার সাগরে মানুষের মনে গেঁথে আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহও বহু দাতব্য কর্ম করেছিলেন সে বিষয়ে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি কালীপ্রসন্ন সিংহের অপরিসীম অনুরাগের কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। মহাভারতের অনুবাদ যার বড় কীর্তি। হুতোম প্যাঁচার নকশায় তিনি সমকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে গেঁথে রাখলেন। যদিও তিনি ইতিহাস লিখতে চাননি। তার অভিপ্রায় ছিল আলাদা।—

কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচালিত হলো, নক্‌শাখানির দুপাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক ও অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাফ্ কর্ব্বেন।

(প্রথম ভাগের ভূমিকা)

"আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন করে দাঁড়ালেম—এমন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার ও পুরস্কার করুন।" (প্রথম ভাগের ভূমিকা)

তিনি আরও বলেছেন নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয়নি— 'সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ং নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।'

তিনি নকশাকে আরশি বলে তুলে ধরতে চাননি। কারণ নীলদর্পণের ভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মজা করে বলেছেন কারো মুখ খারাপ হলে

তার মুখের সমানে আরসি ধরলে তিনি ভেঙ্গে ফেলবেন। তাই তিনি— "নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে— ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে কত্তে হলো— পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাপ করবেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশের সময় লেখকের সংশয় ছিল এই ভেবে যে পাঠক একে কিভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' পাঠক সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল। আজও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' লোক পড়তে চায়। দ্বিতীয়বারের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি যে এই গ্রন্থ পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে। অবশ্য হুতোমের লক্ষ্য লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা' বাবু কালচারের প্রতিভূগণ। অনেক সমালোচক হুতোমের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে হুতোম অতি কদর্য বই, কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, খেঁউড় ও পচালে পোরা ও সুদ্ধ গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্য কতিপয় লেখককে গাল দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার তার উত্তর দিয়েছেন।—

'পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বইখানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে ও কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নকশা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা,হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; সুদু পড়া কি,—অনেকে সুদ্‌রেচনে, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা Household words.

(দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা)

হুতোম অলৌকিক কল্পনায় বিশ্বাস করে না। যে চরিত্রগুলি হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় স্থান পেয়েছে সেগুলি সমকালীন চরিত্র অবলম্বনে রচিত। অবশ্য কোন চরিত্রের আদলে কোন চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে হুতোম তা পরিস্কার করে কিছু বলেন নি। একটা হেঁয়ালি রেখে গেছেন।

তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কল্‌কেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাক্‌তে আসরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিতে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি, এত ঘরঘ্যাষা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

(দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)

সমসাময়িককালে হুতোম যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ হুতোমের নক্‌শার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুইশ রকমের চটা বই ছাপিয়ে বিক্রি করতেন। অনেকে হুতোমের উতোর বলে আপনি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বই বিক্রি করতেন। এইগুলি ছিল গ্রন্থ বিক্রেতাদের ধূর্তরতা। কালীপ্রসন্ন সিংহ এ সংবাদে যার পর নাই ক্ষিপ্ত ছিলেন। এর মধ্যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার সময় অর্থাভাব উপস্থিত হলে তিনি পত্রদ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বিতীয় ভাগের গৌরচন্দ্রিকায় সেই পত্রটি ছাপা হয়। বলা হয় কতকগুলি স্কুল বয় ও আনাড়ি লোকেরা হুতোমের সঙ্গে পার্থক্য করতে পারে না। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র গুণগতমান সম্পর্কে গ্রন্থকার সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়।

পাঠক! কতগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্‌শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা ও সুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—ভ্রম। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয় তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নয় যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে অরসুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

(দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা)

বিষয় ও রচনারীতি

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ মিলিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা প্রথমভাগ ২৮টি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ চারটি প্রবন্ধ। সব মিলিয়ে ৩২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে দুইটি গ্রন্থে। একটি গ্রন্থ হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', সমাজকুচিত্র পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের— দুর্গোৎসব কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। সামাজিক নক্‌শার দিক থেকে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য হুতোমের রচনার সঙ্গে 'সমাজ কুচিত্র' ও 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' দুটি প্রবন্ধ হুতোমের রচনা না হলেও হুতোমানুকারী দুইজন শক্তিশালী লেখকের বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ হল সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। দ্বিতীয় গ্রন্থে হুতোমের মোট ৩২টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এই ৩২টি প্রবন্ধই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই প্রবন্ধগুলি প্রকরণ অনুসারে তিন ধরনের— চড়ক, হুজুক, বুজরুকি। হুতোমের দ্বিতীয় ভাগে রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে এই চারটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।